দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 1 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

32

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অঙ্গীকার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি জবাবদিহিতাপূর্ণ আদর্শ স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অঙ্গীকার করেছেন এর উপাচার্য। বলেছেন তিনি, 'বাড়তি একটি পয়সা না পাওয়া সত্ত্বেও গত মাত্র এক বছরে অনেক কিছু করেছি আমরা। আগামী বছরের মধ্যেই ইতিবাচক আরও অনেক কিছু দেখাতে পারব।

গতকাল শুক্রবার ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল আইনগতভাবে প্রথম স্বীকৃতি পায় এ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ডাঃ এম এ কাদেরী উপরোক্ত অঙ্গিকার ও আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দিন ইউসুফ, স্বাস্থ্য বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ কাজী আবু ইউসুফ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এটিএম জহুরুল হক, ডাঃ রশিদ-ই-মাহবুব, ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন, অধ্যাপক ডাঃ মোঃ তাহির, অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, ডাঃ শারফুদ্দীন আহমেদ প্রমুখ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দিন ইউসুফ বলেন, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার পরপরই এখানে একটা ঝড় বয়ে যায়– বিরোধীরা তৎপরতা শুরু করে। কিন্তু তাদের সে সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। শুরু হয় দেশের প্রথম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড। তিনি বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলে যা কিছু আছে তার অনেক কিছুই আমরা এখনও বাস্তবায়ন করতে পারিনি। তবে আমাদের চেষ্টা চলছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধির কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা আরও ফ্যাকাল্টি খোলার কথা ভাবছি। জায়গার জন্য পার্শ্ববর্তী বিসিএস প্রশিক্ষণ ভবন ও পাশের খালি জায়গা আমরা নিয়ে নিতে চাই।

উপাচার্য অধ্যাপক ডাঃ কাদেরী বলেন, ইতোমধ্যে চারটি ফ্যাকাল্টি খোলা হয়েছে, নির্বাচিত হয়েছেন চারজন ডীন। পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন মাফিক আরও ফ্যাকাল্টি খোলা হবে।

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা ব্যয় সম্পর্কে অধ্যাপক কাদেরী বলেন, ব্যয় বৃদ্ধি সম্পর্কে নানা ধরনের অপপ্রচার চলছে। গরিব রোগীদের জন্য কোন প্রকার ব্যয় বাড়ানো হয়নি। কেবিনের ভাড়া কেবল বাড়ানো হয়েছে। সামর্থ্যবানদের কাছ থেকে বাড়তি এ অর্থ আদায় করে গরিব রোগীদের চিকিৎসা সেবাই বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সত্যিকার অর্থেই জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। চুরি বন্ধ করার সকল পদক্ষেপই নেয়া হয়েছে, যা সামান্য চুরি হচ্ছে এখনও– তাও শীঘ্র বন্ধ করার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বা ভবনসমূহে বাড়তি কোন সাজসজ্জা দেখা যায়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে দেখা গেছে এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎসবমুখর আচরণ। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান এবং এর পরবর্তী মিলাদ মাহফিলে অংশ নিয়েছেন হাসপাতালের সর্বস্তরের নারী-পুরুষ কর্মীগণ।